অর্থ বিশ্বায়িত স্বাস্থ্যকথা

মৌসুমী মান্না

।। এক ।।

কূপমণ্ডুকতা আমাদের শ্রীমতি প্রমীলার একটুও পছন্দ নয়। যারা শ্রীমতি প্রমীলাকে চিনে উঠতেপারেন নি (যদিও ওনার কাঁখে দুধের কেঁড়ে নেই), তাঁদের অবগতির জন্য জানাই --- শ্রীমতি প্রমীলা ভাবনাবাদী। না, না, ভাবা ওনাকে মোটেও প্রাকটিশ করতে হয় না। ওটা তাঁর এমনি - ই আসে।

ভাবনা পেটেন্ট করার কোনও আইন আছে কিনা প্রমীলা জানেন না। জানা থাকলে বিশ্বায়নের বাজারে তিনি হয়ত তাবড় ভাবনাবাদীর স্বীকৃতি পেতেন। পবিরর্তে তিনি হেঁশেল ঠেলেন, শপিং করেন (মানে কলাটা - মুলোটা, আলু - ফুলকপি - বরবটি কিছুটি বাদ যায় না), আর এসবের ফাঁকে ফাঁকে ছেলে - মেয়েকে এক মাস্টারের ঠেকে থেকে অন্য মাস্টারের বৈঠকে পৌঁছিয়ে দিয়ে ও ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। আর আশ্চর্য এই যে এইসব কিছুর সাথে সাথেই তিনি ভেবে থাকেন - নিয়মিত। তা যেকথা বলছিলাম। এইযে বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়নের মুক্ত(বাতায়ন পথে মুক্ত(বাণিজ্যের মুক্ত(বাতাস(সেই খোলা পালে হাওয়া লাগিয়ে প্রমীলা দিব্য ছিলেন। বিদেশী ব্যাঙ্ক স্বদেশী অ্যাকাউন্ট। ভাবা যায় কলকাতার পার্কস্ট্রীটে বসে বারিস্থা কফিপার্লারে অর্ডার দিয়ে ব্রাজিলের কফি খাচ্ছেন। আর হ্যারি পটারের ফিফ্থ্ এডিসন লন্ডন নিউইয়র্কের সাথে একই দিনে কিনে ফেলছেন।

আরে বাবা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি তো অনুদারই হবে। লাইসেন্সরাজের মানেই দূর্নীতি, আর আমলাবাজি। এসবের হাত এড়াতে এই শীতে উদার অর্থনীতি চাই বাজার কালো হওয়া ভাল নাকি খোলা হওয়া ভাল? আপনারা কি বলেন?

আপনারা যাই বলুন, প্রমীলা কিন্তু উন্মুক্ত(অর্থনীতির প(। তিনি চিরদিনই মুক্ত(হাওয়ার পন্থী। বিশ্বায়নকে স্বাগত জানাতে তাই তাঁর কোনও দ্বিধা হয়নি। আর যাঁরা উলটপুরান গান? তাঁদের স্ট্রীট কর্ণারে ময়লা পাজামা আর কনফারেন্স ফর্সা টাই তিনি কি দ্যাখেনি? আই এম এফ-বি(ব্যাঙ্ক কি গৌরী সেন নাকি! শুধু দানা ছাড়াবে আর মানা করবে না?

এহেন শ্রীমতি প্রমীলার বিশ্বায়ন প্রীতি প্রথম ধাক্কা খেল সুস্বাস্থ্যের বাজারে। সেই গপ্পোটাই এখানে বলছি।

কদিন ধরে প্রমীলার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। বয়েসটা খুব খারাপ। সেই যে কোন কবি বলেছিলেননা--- বয়েসটা খুব খারাপ বলেছিলেন যারা তাঁরা কি যান বকুল বাগান রোডে? প্রমীালা আধুনিক কবিতা তেমন নাবুঝলেও, বকুল বাগান রোডে না গিয়েও, যৌবনের নয়, বার্দ্ধক্যের মানে তেমন পরিপক্ক হন নি, কিন্তু প্রায় বুড়ো অবস্থা। এসময়েই যকৃৎ - হৃদপিণ্ড - রক্ত(চাপ - উচ্চ শর্করা - নানাবিধ জটিলতা। তাই প্রমীলা ভাবলেন একবার থরো চেকআপ্ দরকার। এমনিতে তাঁর অসুখ - বিসুক তেমন করে না, করলেও তিনি ডাক্ত(ার- বদ্যি করেন না। কিন্তু এবারের কথা আলাদা। বয়েসটা খুব খারাপ। প্রমীলার পাড়াতেই আসতে যেতে এক ডাক্ত(ারের চেম্বার আছে । বেশ ঝাঁচক্চকে। ডাক্ত(ারবাবুটির নাম লেখা আছে সাইনবোর্ডে। নামের পাশে অনেগুলি অ(র আছে(ব্রাকেটে বিলিতি শহরেরনাম আছে--- মানে যা যা থাকলে বড় ডাক্ত(ার হওয়া যেতেপারে সবই আছে। প্রমীলা একদিন সন্ধেবেলা ডাক্ত(ারের চেম্বারে ঢুকেপড়লেন।

চেম্বার দেখে প্রমীলা মুগ্ধ। এসি চলছে, কালার টিভি চলছে। হবে না। একি আর সেই নীলমণি ডাক্ত(ারের বৈঠকখানা। কি সুন্দর ফুটফুটে ফিটফাট সব (গী। তাঁরা হেঁপো গলায় সর্দি তুলে কাশেনা। বলেনা --- ''হাতটা একবার দেখো দিকি ডাক্ত(ার, ওবেলা দুটো (টি খাবো কিনা!''

প্রমীলা সবে গদগদ মুখে সোফায় গিয়ে বসবেন--- ঠোঁটে লিপস্টিক মাখা মিষ্টি মেয়েটি চেয়ার টেবিল সাজিয়ে একধারে বসেছিল--প্রমীলার দিকেপুরে বিদিশার নিশা চোখ তুলে বলল--''আপনার কটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট?''

অ্যা - প-য়ে-ন্ট-মে-ন্ট! প্রমীলা ঘাবড়ে গেলেন। কথাটা তো মনেই আসেনি, এতবড় ডাক্ত(ার। যখন তখন এলেই কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়? নেই, তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। ''কোনও রেফারেন্স''? না, তাও নেই। প্রমীলার আর ডাক্ত(ারের প্রেসক্রি(পশন হাতে বেরনো হলো না। বদলে তাঁর হাতে এলো ছোট্ট চিরকুট। তাতে হপ্তাদুয়েকপরে একটা তারিখ আর একটা সময় লেখা।

প্রমীলা কোন কিছুই ছাড়ার পাত্রী নন। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। তিনি ঠিক সোয়া সাতটায় গিয়ে হাজিরা দিলেন। তাঁর সব ছকা থাকে । কত(ণ লাগবে, বড় জোর আটটা। আটটায় বেরিয়ে মেয়েকে গানের ক্লাসে পৌঁছিয়ে ছেলেকে কম্পিউটার ক্লাস থেকে তুলে একটু বাজার করে বাড়ী গিয়ে নটার সিরিয়ালটা দেখে নিয়ে আবার বেরিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসে রাতের খাবারটা গরম করবেন। কর্তার আবার সবকিছু হাতে গরম চাই। আটটা বেজে যেতে প্রমীলা উশখুশ শু(করলেন। সাড়ে আটটাতেও ডাক এলো না। ডাক্ত(ারবাবু দুঘন্টা দেরী করে চেম্বাব ঢুকছেন। এখন সবে সাতটার (গী চলছে। মেয়েকে গানের ক্লাসটা আজ কামাই হয়ে গেল। কিন্তু ছেলেকে আনারকি হবে? নটার সিরিয়ালটাও শেষ হয়ে এল, কর্তা কি খাবারগুলো ফ্রীজ থেকে বের করলেন? সাড়ে নটায় ডাক এলো প্রমীলার। তখন তাঁর হাঁটুতে ঝন্ঝন্, কোমরে কনকন, মাথা বন্বন্। ডাক্ত(ারবাবুর অমূল্য সময়-প্রমীলার সময়ের মূল্য কে দেয়?

ভেতরে গিয়ে ডাক্ত(ার দেখে অবশ্য সব বিরক্তি(উধাও। কি স্মার্ট আর ঘরে কতরকম না যন্ত্রপাতি। হবে না। একি আর সেই নীলমণি ডাক্ত(ার-কালো আর ঝোলা গোঁফ। প্রমীলাকে নানাবিধ পরী(া করে ডাক্ত(ারবাবু অনেকগুলো ওষুধ লিখে দিলেন। আর বেশ অনেকরকমের টেস্ট। সাতদিন পরে নেক্সট ভিজিট। ''ফিস?''

টাকার অঙ্কটা শুনে প্রমীলা প্রায় মুচ্ছো যান। কোনওমতে সামলালেন, ভাগ্যিস বাজার করবেন বলে বেশী টাকা ছিল ব্যাগে। ফিস মিটিয়ে প্রেসক্রি(পসন হাতে প্রমীলা রাস্তায় পৌনে দশটা। ছেলে আশাকরি বুদ্ধি করে বাড়ী চলে গেছে। মোড়ের ওষুধের দোকানটা খোলা ছিল, প্রমীলা ভাবলেন ওষুধগুলো কিনে বাড়ী যাবেন। কর্মচারী ভদ্রলোক মুখ চেনা। উনি যখন প্রমীলার প্রেসক্রিশন ধরে ধরে নানা রংয়ের বড়ি আর বোতল কাউন্টারে সাজাচ্ছেন--- প্রমীলার মুখ থেকে এত(নের চেপে রাখা বিস্ময় বাইরে বেরিয়ে এলো--- ''এত ফিস!''

বৃদ্ধ কর্মচারী সহানুভূতির স্বরে বললেন--- ''আজকাল এরকমই হয়েছে দিদি। দুশো-আড়াইশো-র নীচে স্পেশালিস্টপাবেন না।'' ''স্পেশালিস্ট? কিন্তু আমার তো খুবই সাধারণ অসুখ। বলতে গেলে কোনও অসুখই নয়। নেহাৎ বয়েসটা খারাপ তাই।''

''ঐ সাধারণ অসুখেই আজকাল স্পেশালিস্ট লাগে দিদিভাই। জি. পি. বলে কিছু নেই। জেনারেল পোস্ট -অফিস আর জেনারেল ফিজিসিয়ান - দুজনারই দিন শেষ।''

তা অবশ্য ঠিক। প্রমীলাই বা শেষ কবে পোস্টাপিস গেছেন। ফোন আছে - ল্যান্ড, মোবাইল। কয়েক সেকেন্ডে অ্যামেরিকায় ই-মেল চলে যাচ্ছে। প্রমীলা একটা নি(শ্বাস ফেলে ওষুধের প্যাকেটটা হাতে নেন। ''কত?''

''নশো ছাব্বিশ টাকা কুড়িপয়সা। আপনার কি বিল লাগবে?''

প্রমীলার হাত থেকে ওষুধের প্যাকেটটা পড়ে যাচ্ছিল। ব্যাগে আর কুড়িয়ে বাড়িয়ে বড়জোর শতখানেক টাকা হবে। ভাগ্যিস পাড়ার চেনা দোকান, প্যাকেটটা কাউন্টারে রেখে বেরিয়ে এলেন। কেলেঙ্কারীর এক শেষ। ওষুধের এত দাম? প্রমীলার কি তাহলে খুব নামী অসুখ হয়েছে?

আগেই বলেছি প্রমীলা ছাড়ার পাত্রী নন। নানানজনকে জিজ্ঞাসা করে দু-তিন দিনের মধ্যেই জোগাড় করেফেললেন গত কয়েক বছরের ড্রাগ টুডে, ড্রত্ব পত্রিকায় ওষুধের দাম নিয়ে নানান লেখাপত্তর। না, দোকানদারের কোনও দোষ নেনই। সবরকমের ওষুধের দামের উর্দ্ধমুখী আরোহন প্রমীলা চোখের সামনে দেখতে লাগলেন। গত চার - পাঁচ বছরে যাকে বলে ব্রড স্পেক্ট্রাম অ্যান্টি বায়োটিক তার কোনও কোনটার দাম নব্বই' শতাংশ অবধি বেড়েছে। দাম বেড়েছে হার্টের

ওষুধের, ব্লাড সুগারের ওষুধের--- প্রায় পঁচিশ শতাংশ। কয়েকটি ওষুধের নাম প্রমীলার বেশ চেনাচেনা ঠেকল - সেগুলোর দাম বেড়েছেসর্বনিম্ন তিরিশ শতাংশ থেকে সর্বাধিকপঞ্চাশ শতাংশ। এদের মধ্যে আছে ক্লোরেক্স, ডায়াজেন, শেফটাম, জেলুসিল,নিউরোবিয়ন, ব্যাক্সিপুর। বাপরে! একশ শতাংশেরও বেশী দাম বেড়ে গেছে ক্ষটাছেঁড়ায় বিটাডাউন, আর ব্যথা দেবনায় ভোভেরান। প্রমীলার মাথা ভোঁ ভোঁ।

কথাটা বছর দশেক ধরেই কানাঘুষো শুনছিলেন--- তেমন কানে নেননি। সেই গ্যাটচুক্তি(র আমল থেকেই। জেনারেল এগ্রিমেন্টটা কেমন দেওয়াল লিখনের দৌলতে এগ্রিমেন্ট চুক্তি(হয়ে গেল--- যেমন ডলপুতুলের মত মেয়েরা লভ্যারেজ করে বিয়ে করে। বান্ধবী রমলাই বোধহয় বলেছিলেন--- ''পেটেন্ট আইনের কড়াকড়ি হচ্ছে। ওষুধের দাম বেড়ে যাবে।''

ওষুধ কি চালডাল যে সবাই ঘরে কিনে রাখবে? সেই ১৯৬৫ সাল থেকে ভারতে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির বেশ রমরমা। তার একটা কারণ অবশ্য ১৯৭০ সালের ভারতীয় পেটেন্ট আইন। এই আইনে ওষুধ শিল্পে শুধু উৎপাদন প্রক্রি(য়াকে পেটেন্ট করার কথা বলা হয়, উৎপাদিত দ্রব্যকে নয়। এর ফলে ওষুধের দাম কমল। ব্যবসায় লা(ী এলেন।। ইউনিসেফ আর ইউ. এস. আর - এর সহযোগিতায় সরকারী উদ্যোগে হ্যাল, আইডিপিলে জীবনদায়ী ওষুধের উৎপাদন বাড়াল।

ওষুধ শিল্প কড়া হল, ফলে পেটেন্টবিহীন উৎপাদন কঠিন হল। খোলাবাজারে মুখোমুখী প্রতিযোগিতায় নামল দেশী - বিদেশী ওষুধ কোম্পানী একযোগে। গত কয়েক বছর ধরে সমস্ত জ(রী ওষুধের দাম বাড়ছে। প্রমীলারস্বাস্থ্য সচেতন আধুনিক মন কেঁপে উঠল। তাঁর বাসন মাজার ঠিকে ঝি প্রতি বৃহস্পতিবার কোনও ফকিরের স্থানে তেলপড়া নিতে যায়। তিনি যুক্তি(র জাল বুনে থামাতেপারেননি। তাঁর মেয়েকে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়ার রিক্সঅলা পেটের ব্যথা কমাতে হাতে কোনও সাধুবাবার তাবিজ পরেছে। প্রমীলা তাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করে হার মেনেছেন। গরীব মানুষ ওরা এতগুলো পয়সা তেলে - তাবিজে খরচা করছে দেখে তিনি অসহায় বোধ করছেন তাঁর যুক্তি(শীল শি(িত মননে। কিন্তু তাঁর নিজের জন্য এমাসের সংসার খরচের বেশ মোটা অংশ ওষুধে টেস্টে তলিয়ে যাওয়ায় তাঁর অসহায়তা অন্য মাত্রা পেল। তিনি ও কিপারবেন? শেষ পর্যন্ত--- যদি সত্যিই তাঁর কোনও নামী দামী অসুখ করে থাকে? বলা হয়নি। ইতিমধ্যে প্যাথলজির দোকানে গিয়েও তিনি বেশ কিছু খসিয়ে এসেছেন। কেন যে পাড়ায় পাড়ায় এত ল্যাবরেটরি তিনি এতদিনে বুঝলেন, ভাবছিলেন বয়েসটা খারাপ। এখন বুঝলেন বয়েস নয়, আসলে সময়টাই খারাপ। সময়ের বড় অসুখ ভাই!

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা। ২রা পৌষ, ১৪১০, বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৩, প্রথম পাতার হেলাইন খবর ''স্বাস্থ্যই অসুস্থ, দোষীদের শাস্তির দাওয়াই।'' খবরের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্র(ান্ত কলকাতা হাইকোর্টের রায়। কোর্টের বাতলে দেওয়া দাওয়াই উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন। কমিটি নামক দাওয়াই তো সেই স্বাধীনতার আগের আমল থেকেই চলে আসছে। সুতরাং হাইকোর্টের ফরমান শুনে প্রমীলা তেমন চমকিত হলেন না। কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য - ব্যবস্থাকে অসুস্থ বলাতেও নয়। কেননা খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়া তাঁর স্বভাব। তাই গত কয়েকমাস ধরে সরকারী স্বাস্থ্য - ব্যবস্থার হাল - হকিকত নিয়ে গণ - মাধ্যমে যা যা লেখা হচ্ছে - সব তাঁর জানা। কখনও সেবিকা বা চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু, কখনও হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বচসা- কাজিয়া, রোগীর আত্মীয়ের হাতে চিকিৎসক নিগ্রহ, জুনিয়ার ডাক্ত(ার ধর্মঘট, সব খবরই তিনি রাখেন। তিনি জানেন সরকারী স্বাস্থ্য - ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের কাহিনী--- বেড নেই, থাকলে ওষুধ নেই, থাকলে স্যালাইন, অক্সিজেন নেই। গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য - কেন্দ্র নেই, থাকলে সেখানে চিকিৎসক নেই, যদি থাকে তবে চিকিৎসার সরঞ্জাম নেই।

আছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯০-৯১ সালে মোট তিনশো বিরানব্বইটা হাসপাতাল ছিল, দু - হাজার সালে ল চারশো চোদ্দটা। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল বারোশো একান্ন হয়েছে বারোসো আটষট্টি। হাসপাতাল আর স্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে বেড ছিল ছেষট্টি হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটা, হয়েছে সত্তর হাজার চারশো চার। ডাক্ত(ারবাবু - দিদিমণির সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার নয়শো কুড়ি, দাঁড়িয়েছে আটচল্লিশ হাজার তিনশো সাতাত্তর জনে। তার মানে বি(শ্বায়নের দশ বছরে যৎসামান্য হলেও তো চিকিৎসা পরিকাঠামোর আয়তন কিছু বেড়েছে। তবু এত নেই নেই।

না, আছে। (গী আছে। বেডে, বারান্দায়, এমনকি বাথ(মে যাওয়ার করিডোরে অবধি। এত (গী বাড়লে সামাল দেবে কে? তার ওপর আবার দেখা যাচ্ছে ১৯৯০-৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যখাতে খরচা ধরা ছিল তেতাল্লিশ হাজার তিনশো একলাখ টাকা, যেটা ছিল কিনা মোট বা৪জেটের আট দশমিক চার চার তিন আট চার শতাংশ। ১৯৯৯ - তে সেটা দাঁড়িয়েছে বারো হাজার সাতশো চল্লিশ লাখ টাকা, কিন্তু মোট বাজেটের মাত্র ছয় দশমিক তিন ছয় দুই ছয় চার শতাংশ। প্রমীলা অনেকদিনের গৃহিনী। তাই কত ধান কমালে কত চাল কমে যে তিনি ভালই বোঝেন। যেখানে ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি চিকিৎসক পিছু রুগী ছিল ২ হাজার দু-শো ছত্রিশ জন, ২০০১ সালে চিকিৎসক পিছু (গীর সংখ্যা দু-হাজার একচল্লিশ। অর্থাৎ প্রতি চিকিৎসককে একশো পঁচানব্বই জন (গী কম দেখতে হচ্ছে। তবে এ শুধু অ্যালোপাথের হিসেব। অ্যালোপাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিসরের বাইরের কাতারে কাতারে নর - নারায়ণের দল স্বাস্থ্য কিনতে ভীড় জমাচ্ছেন হোমিওপ্যাথ, হেকিমি, ইউনানী, কবিরাজ, হাতুড়ে, টোটকা, অলটারনেটিভ ইত্যাদি নানা দোকানে। এঁদের অনেকে আবার সেই অ্যালোপাথি ওষুধই একটু অনন্যচালে চারিয়ে যাওয়া ওষুধ - কোম্পানির বিত্র(য় প্রতিনিধি। নব - চিকিৎসার নবীন দূত তাঁরা, তাঁদের (ধিবে কে?

প্রমীলার আর কিছু বুঝতে বাকী নেই। বাজার অর্থনীতিতে স্বাস্থ্য এক বিপণন সামগ্রী। যার যেমন (মতা তেমন কিনে নাও। ফুটপাতে ছিটের জামা আর নাইলনের পাৎলুন কিনতে পারো, কিংবা স্পার্স স্টা বা ওয়েস্টসাইডে গিয়ে কিনতে পারো ব্রান্ডেড শার্ট - ট্রাউজারস্। কর্পোরেশন ইস্কুলের অবৈতনিক শি(া কিনতে পারো, কিংবা হেরিটেজ ইস্কুলে শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাসে পাঠিয়ে শি(া কিনতে পারো, পড়ুয়া ভাবী প্রজন্ম। হাসপাতালের ফ্রী বেডে স্যালাইন বোতলে ভুল করে ভরে ফেলা কেরোসিন রক্তে(ঢুকেও মরতে পারো, অথবা প্রাইভেট নার্সিংহোমের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কেবিনের বিছানায় শুয়ে--- যেখানে তুমি টাকা না মিটিয়ে টেঁশে গেলে তো ফেঁসে গেলে--- বিল না মিটলে বডি মিলবে না।

প্রমীলা কোথায় যাবেন? কোনতর স্বাস্থ্যের দোকানে? বি(শ্বায়নের জোয়ারে বাজার খুলে গেছে। গ্যাটের কড়িতে মাল কিললেও মাল আসলি না রদ্দি--- সেই কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ওপর কোনও কন্ট্রোল নেই--- অন্তত তোমার। হরিণঘাটা- দুধের বোতলে ইঁদুর আর বহুজাতিক -এর ঠান্ডা পানীয়ের বোতলে কীনটানশক-- সবই গিলে তুমি নীলকণ্ঠ হ(ের হয়েছ। তোমার কাছে সরকারী ও বেসরকারী সবই ভয়ংকর। হাইকোর্ট সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অসুস্থ বলেছেন? তবে বুঝি বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গায়ে ভাল্লুক - জ্বর। এই আসে, এই যায়। শ্রীমতি প্রমীলা কোনওকূলকিনারা পান না।

বি(শ্বায়িত স্বাস্থ্য - কথার খোঁজখবরে নেমে প্রমীলার হাতে ভলান্টারি হেলথ্ অ্যাসোসিয়েশন - এর উদ্যোগে নির্মিত রিপোর্ট অব্ দি ইনডিপেন্ডেন্ট কমিশন অফ্ হেল্থ ইন্ ইন্ডিয়া এসে যায়। সেখান থেকে একটা পরিচ্ছেদ রমলাকে শোনানোর লোভ তিনি সামলাতেপারলেন না।

"No other sector reaches as many people as the health sector, its market being assured, whatever the odds. Given this basic tenet, modern medicine under capitalism has fully exploited the opportunities for appropriating surplus through the provision of health care"

কেন কে জানে, প্রমীলার কূটতার্কিক বান্ধবী রমলা কোনও মন্তব্য করলেন না। একটুপরে বললেন--- যেন স্বগতোক্তি(--- /Health for All by 2000 AD – Alma Art Conference Declaration --- পঁচিশ বছরের বেশী হয়ে গেল।''

সকলের জন্য স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য কাকে বলে? অসুস্থ চিকিৎসা ব্যবস্থা কি স্বাস্থ্যবিধান করতে পারে? মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট নানা মামলার রায় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন--- স্বাস্থ্য মানবাধিকার। নাগরিকদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটানো রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু বেচারা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা যে গ্লোবাল ভার্টিকাল হেল্থ প্রোগ্রামের ভারে হাঁটু ভেঙেছে। কী আছে এই বি(শ্বায়িত উলম্ব স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে? বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য বি(শ্বব্যাপী বিশেষ কর্মসূচী। উদ্যোক্ত(া ড্রথ- বি(শ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কোটি

কোটি ডলার খরচা হচ্ছে--- বি(্বব্যাপী লড়াই চলছে--- শুধু আতঙ্কবাদের বি(দ্ধে নয়--- এইডস, পোলিও, কুষ্ঠ, য(া, আর টীকাকরণ। প্রতিটিই অত্যন্ত জ(রী প্রকল্প। অ্যামেরিকান ডলার খরচা হচ্ছে, কার ঘাড়ে কটা মাথা যে সর্বশক্তি(নিয়ে প্রকল্প সার্থক করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে না? অথচ ছ্যাকড়া গাড়িতে জেট ইঞ্জিন লাগালেই কি আর গাড়ি জেটসেট স্পীডে চলবে? তাই নড়বড়ে পরিকাঠামোর বি(োয়িত প্রকল্প বসতেই কাঠামোর জীর্ণ দশা প্রকট। এতটাই যে ২০০২ সালের নতুন স্বাস্থ্যনীতির খসড়ায়, এইসব প্রকল্প টানতে গিয়ে স্বাস্থ্য - ব্যবস্থার যে নাভি(োস উঠেছে সেটা স্বীকার করেই ফেলেছেন সরকার।

হায় স্বাস্থ্য! কিবা দশা তার! কোথা তবে আশার আলোক?

আছে। আশার আলোক আছে। প্রমীলা আশান্বিতা। স্বাস্থ্যবীমা আছে না? এতকাল শুধু সরকারী বীমা ছিল। বি(োয়নের যুগে খোলামোলা বাজারে মেলা বেসরকারী বীমা। আজ অসুখ কোম্পানী ডাকে--- আয়, আয়, আমাদের স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আয়। কম কম প্রিমিয়াম দিবি, বেশী বেশী কভারেজ পাবি। ক্লেম করলি কি হাতে টাকা পেলি বলে। কাল তমুক কোম্পানীর স্বাস্থবীমার বিজ্ঞাপন খবরের কাগজের গোটা পাতা জুড়ে। আরও সুবিধা, আরওস্বাস্থ্য। তারপর বিদেশী বীমা কোম্পানীরা তো মুখিয়ে আছেনই বলে--- বাজারে একবার ঢুকতেপারলেই হল।

রমলাকে কথাগুলো বলার জন্য প্রমীলার আর তর সইছিল না। রমলা বড় হতাশাবাদী সবকিছুরই শুধু নেগেটিভ দিক দ্যাখো। স্বাস্থ্য - বীমার সুবিধাগুলো একবার সে ভেবে দেখুক।

যা ভেবেছিলেন। সব শুনে প্রমীলা গম্ভীর গলায় বললেন--- ''স্বাস্থ্য বীমার টাকা হাসপাতালে ভর্তি না হলে পাওয়া যায় না, কেনা ডাক্ত(ারের ফী, ওষুধের খরটা, টেস্টের খরচা বীমার আওতায় পড়ে না।''

প্রমীলা প্রথমটা দমে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি হাল ছাড়ার লোক! দম নিয়ে বললেন--- বেশ তাই হোক। হাসপাতালে ভর্তি হলে দেয় তো? তাই বা কম কিসে?

''কিসের কম? বরং বেশী বেশী।''

''কি বেশী?'' প্রমীলার বিরক্ত(প্রশ্ন।

''বিল''। রমলার উত্তর। ''নার্সিংহোম ভর্তি হও। প্রথমেই তার জিজ্ঞাসা করে নেবে--- আপনার কি ইনস্যুরেন্স আছে? থাকলে একরকম বিল। না থাকলে অন্যরকম। আর বিল তোমাকে নিতেই হবে। নইলে ক্লেম করবে কি করে? ভাবছ বিল বাড়লে তোমার কি? তোমার কিছু তো বটেই। বীমা কোম্পানি তো আর তোমাকে বিলের পুরো টাকা মেটাবে না।''

প্রমীলা চুপ। রমলার কাছে তর্কে তিনি চিরকাল হেরে এসেছেন। সেটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবারে যে অন্যরকম। প্রমীলার মাথার মধ্যেটা যেন ঝিমঝিম করছে। বুকের বাঁদিকটা যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা নাড়িচলছে তো? আচ্ছা। তার কি পেটে ব্যথা হয়? চোখের তারায় রামধনুর ঝিলিক?

হয়, হয়। জানতিপারো না। প্রমীলা মাথার মধ্যে ডাক্ত(ার মিস্ বিপুলা নন্দীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

চেতনা থেকে সংগৃহীত